প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ ১৩৫৮
প্রকাশক
বিকাশন-এর পক্ষে
নীলাঞ্জনা হালদার
১৮১।১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-৭০০০১৪
মুদ্রক
সূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

যাকে করছি

সে জানে

লেখাগুলো হয়ত ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ নয়— এদের বোঝা যায়

অ. চ.

নীল তীর- রক্তাক্ত আকাশ

কৈফিয়ৎ

কোনো কাজ নেই হাতে। বিশ্ববিদ্যালয়
তালাবন্ধ। কর্তৃপক্ষ খাসা বসে আছে।
তারাবাগ থমথমে। এর ধারে কাছে
মানুষ আসে না আর। চারিদিকে ভয়।
উৎকণ্ঠিত অনিশ্চিতি—কখন কি হয়!
চুপিচুপি কথাবার্তা—শোনে কেউ পাছে।
গুণ্ডারা লুকিয়ে আছে আনাচে কানাচে
এ খবর রটে গেছে বর্ধমানময়।

একই কথা বার বার আলোচনা করে
প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। দোরে খিল দিয়ে
চুপচাপ একা একা শুয়ে থাকি ঘরে,
মাঝে মাঝে পদ্য লিখি ইনিয়ে বিনিয়ে।
রিসার্চের ছাত্রীটিও হয় না এমুখী;
কি করে বা আসে বলো? বিপদের ঝুঁকি।
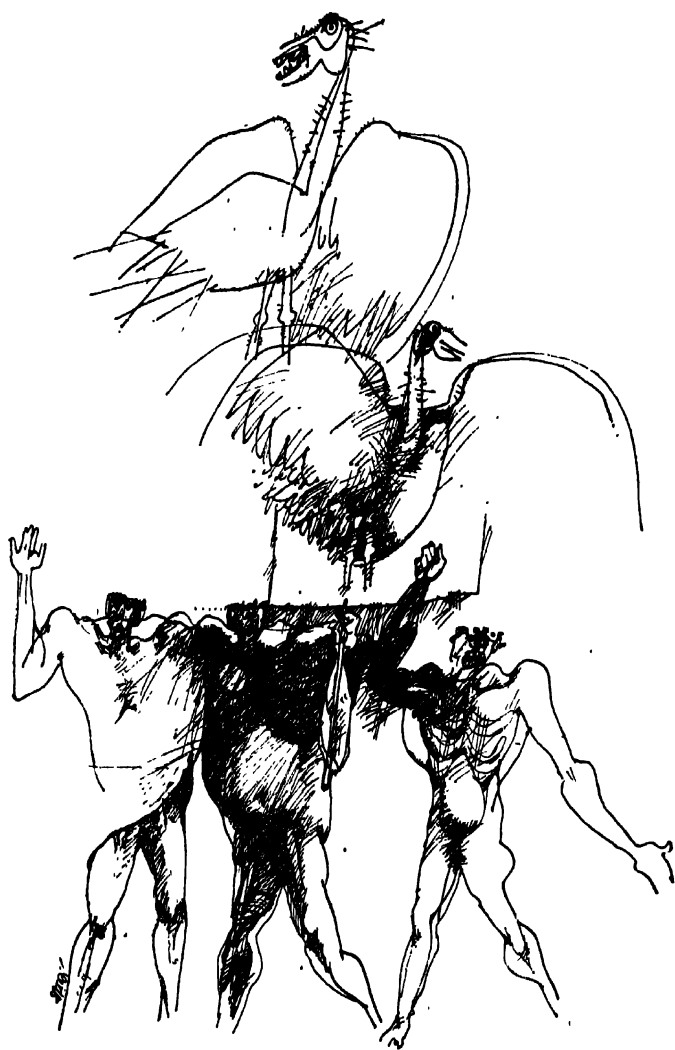
রক্তাক্ত আকাশ

আমি কি এখনও কিছু চাই ?
কি করে নেব ?
হাতে রক্তের দাগ।

উন্মুখ শকুনেরা মিনিট গুণছে
জনতার কলরোল স্তব্ধ করে দিচ্ছে হৃদয়কে। স্তব্ধ।
স্তব্ধ।
অতএব
সবাই মিলে স্লোগান দাও
জোরে
আরও জোরে
আরও আরও জোরে
—আমি যে আর সইতে পারি না।

লাল লাভা ঢেকে দেয় দিগন্তজোড়া সবুজ ধান
মেঠো পথ
কুড়েঘরের চাল
মন্দিরের মাথার ত্রিশূল।

রক্তের স্রোত ফুটছে ফুলছে ফুঁসছে—
হিস হিস করে নাগনাগিনীর দল।

কি নেব ?
কেমন করে চাইব ?
সমস্ত আকাশে রক্তের দাগ।
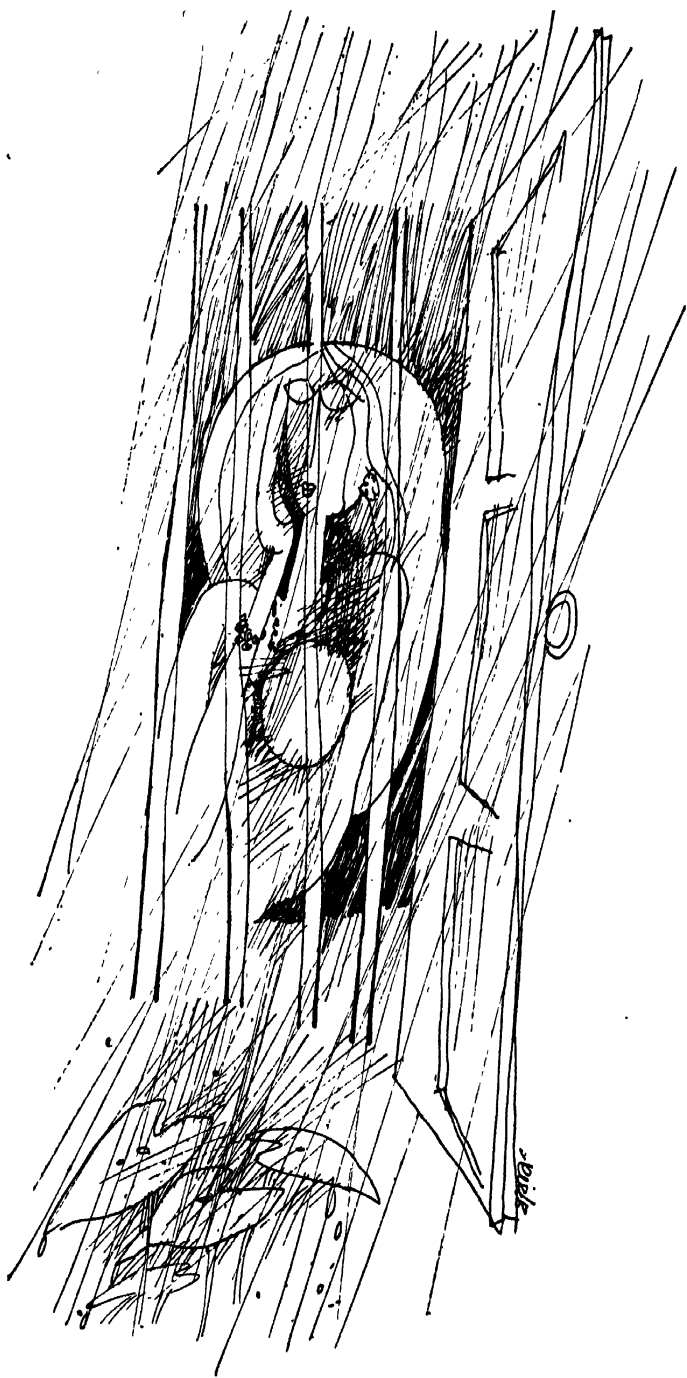
রাত এগারটা

আকাশে একটিও তারা নেই
ঝুপঝুপ করে জল পড়ছে
দমকা হাওয়ায় জানলাটা খুলে গেল।
ভাঙা বেড়ায় ঝিঁঝিঁর ডাক
আর জল থৈ থৈ পুকুরে ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ।
…তুমি কি এখন জেগে আছ ?

মানুষ

মনটা বিগড়েছে।
ভাবতে চায় না তোমাকে।
আশ্চর্য!

সুমিতা এসেছিল।
ছিল অনেকক্ষণ।
একদিন ও আমাকে ভালবাসত।
আজ হয়ত ওকে আমি।

কিছুতেই ভাবতে পারছি না তোমাকে।

ক্ষমা কোরো।
আমি মানুষ।
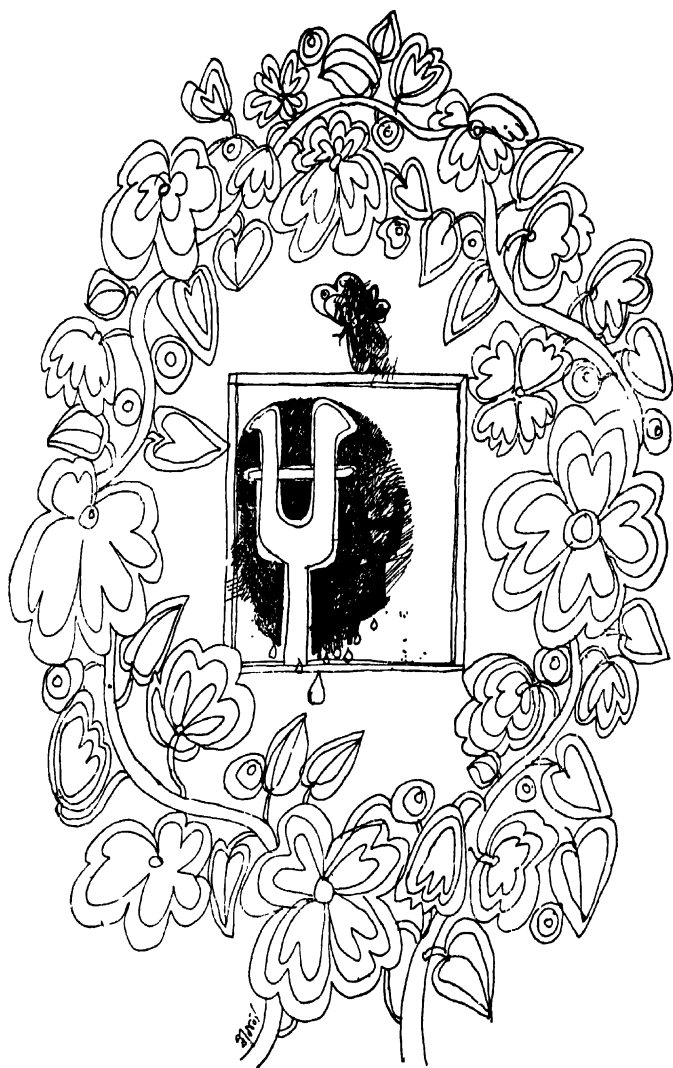
উদ্বন্ধন ?

ইস্পাতের ফ্রেমে বাঁধা
উড়ন্ত চাকির ফসিল

উইধরা কাঠের গম্বুজে
পাকখাওয়া ধোয়ার কুণ্ডলী

খড়কুটো জড়োকরা
আগুনের ক্ষণিক বিলাস

নীলমেঘে টলটলে
স্ফটিকের নিরাসক্ত জল···

চাঁদের সুতোয় গাঁথা প্রেমের কবিতা

পাঁঠারা গলায় দিয়ে
সারি সারি হাঁড়িকাঠে যায়

মা কালীর উলঙ্গ আহ্বান

শিকারী

ছাঁটা ঝাউ তলায় বেড়াল

ছবির বেড়ালের মত নিশ্চল, নিঃসাড়, নিঃস্পন্দ

চোখে লালসার আগুন।

শালিখ ঘাসবীজ ঠোকরাচ্ছে।…

গোলাপের ডাল ছাঁটে তিনটে মালী
সামনের বাড়ীর মেয়ে ডালিয়ায় জল দেয়
রং বেরং-এর প্রজাপতি লুকোচুরি খেলে ফুলে ফুলে
সৌন্দর্যচঞ্চল পৃথিবী

বেড়াল এগিয়ে এসেছে
আসন্ন চরিতার্থতার আশা ধকধক করে সর্বাঙ্গে
শালিখ একদৃষ্টে চেয়ে।
সম্মোহন ?...
মালীরা ডাল জড়ো করছে
মেয়েটা অন্য একটা টব ধরেছে
প্রজাপতিরা এখনও উড়ছে ফুলবনে।
পৃথিবী জীবনচঞ্চল।

শালিখ বেড়ালের থাবায়
বিক্ষত বিধ্বস্ত নিঃস্পন্দ।
অলস বেড়াল তাকায় এদিক ওদিক—সরে বসে
থাবা চাটে একবার।...
মালীরা বিড়ি ধরায়
মেয়েটা কলে যায় ঝারি ভরতে
প্রজাপতির ঝাঁক উড়ে গেছে অন্য বাগানে।
কর্মচঞ্চল পৃথিবী।

বাদামী পালক ছড়ানো সবুজ ঘাসে
দু এক টুকরো সাদা হাড়
এক আধ ফোঁটা রক্ত
(আগামী শীতে মৌসুমীরা আরও উজ্জ্বল হবে)
বেড়াল নেই।...
মালীরা ঘাস কাটছে
মেয়েটা এল না
প্রজাপতিরা ফিরে এসেছে।
পৃথিবী মৃত্যুচঞ্চল।

একুশ
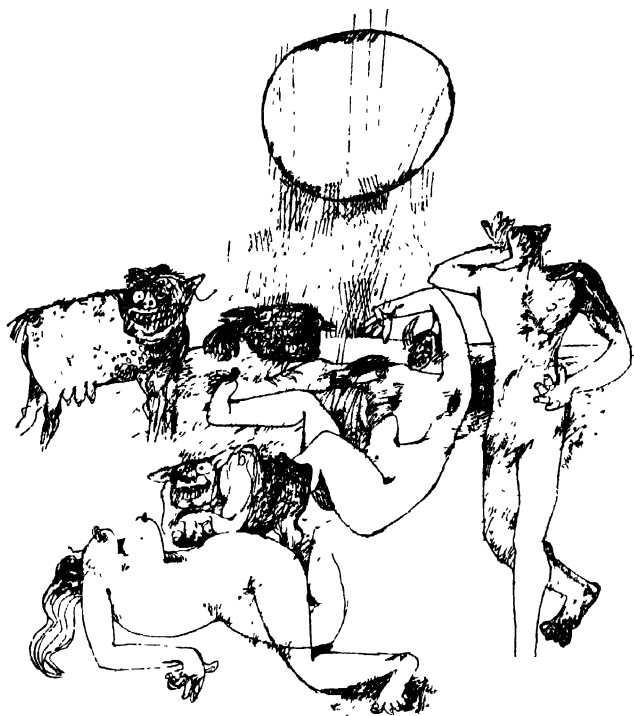
অহন্যহনি

"দিনের পর দিন যাচ্ছে যমালয়ে,
থাকছে পড়ে যারা থাকছে নির্ভয়ে।"

হে যুধিষ্ঠির, ঘাবড়েছো কেন এ অসম্ভব দেখে ?
আজও তো আমরা শিখি নি কিছুই বার বার ঠেকে ঠেকে।
আজও তো আমরা ফেলি ভালবেসে,
ভেবে খুসী হই দুটো মন মেশে,
কাদাঘোলাজলে গড়ে তোলা চলে নিখুঁত স্বর্ণস্বর্গ,
পোকাধরা চালে তাইতো সাজাই স্বপ্ন প্রেমের অর্ঘ্য।
মরছে দেখছি হাজারে হাজারে
গ্রামে ও শহরে গঞ্জে বাজারে,
যারা বাকি থাকি তারা তবু ভাবি আমাদের হবে ভিন্ন ;
হে যুধিষ্ঠির, এ মোহের জাল কখনও হবে কি ছিন্ন ?

"দিনের পর দিন যাক না যমালয়ে,
থাকবে পড়ে যারা থাকবে নির্ভয়ে।"

শেলী (অনুবাদ)

একটা কথা মলিন হল অপব্যবহারে,
তাকে মলিন করতে আমার বাজে।
এক আকৃতি লুটিয়ে থাকে অপমানের ভারে
তার অপমান করা তোমার সাজে ?
এক আশাতে একেবারে আশার আভাস নাই,
বিজ্ঞজনে করেও না তার নাম।
তোমার কাছে যে করুণা পাই
সবার থেকে বেশী যে তার দাম।

প্রেম যাকে কয় পারব না তা দিতে,
কিন্তু গ্রহণ করবে না কি তাকে
যে পূজা হয় মনের নিভৃতিতে
দেবতারাও করে না হেলা যাকে ?
তারার তরে যে পতঙ্গ-তৃষা,
যে কামনায় রাত্রি ঊষায় চায়,
দুঃখসাগর পারের অনির্দিশা
যে প্রণতি সবার কাছে পায়।
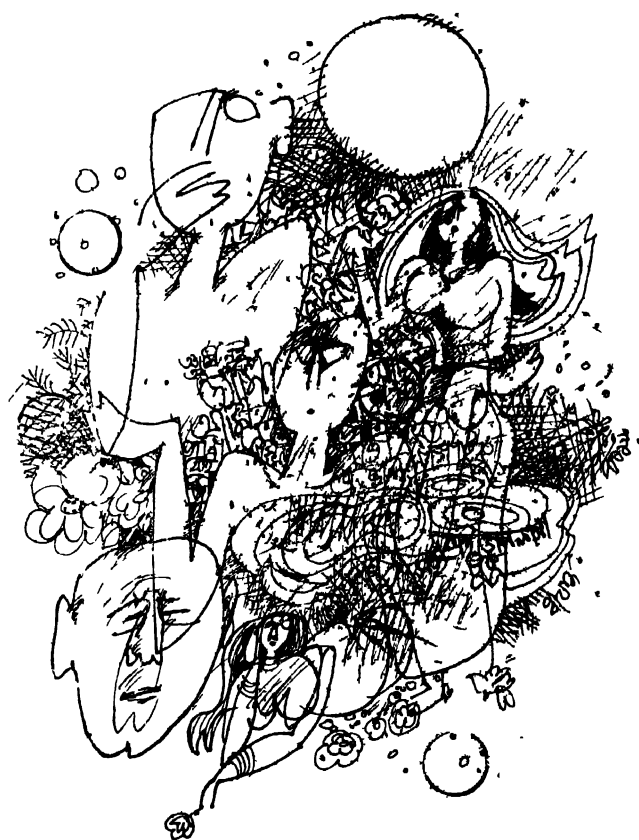
জ্ঞানপাপী

বার বার প্রশ্ন করি—
কেন ভাল লাগে ?
প্রতিবার নূতন উত্তর।

মিথ্যারই অনেক রূপ ;
সত্য এক।
ভাললাগা মিথ্যা না কি ?

ভাললাগা !
কার ?
কাকে ?

আমি আমি নই,
আমি নেই,
আমি মিথ্যা
(তবু সত্য আমি)।
তুমি তুমি নও,
তুমি নেই,
তুমি মিথ্যা
(সত্য তবু তুমি)।
সত্যমিথ্যা ভেদ মিথ্যা না কি ?

জানি না।
কেই বা জানে ?
শুধু জানি—
সবই যদি মিথ্যা হয়,
সত্য এই ভাললাগাটুকু।

মরীচিকা

মনকে আঁকতে পারি না কথায়।   আঁকি হিজিবিজি।
উচ্ছ্বাস কেন?   হিজিবিজির মিল হয়?
মিল নয়—মিলের মরীচিকা।
মিল হয় নি—মিল হয় না।
    আমার কথা তোমার কানে আমার কথা নয়
    তোমার মনের রং-ই তাদের রং।

আমার নীল ছোট্ট অপরাজিতা
নির্জন দুপুরের বিষণ্ণ সঙ্গী।
তোমার নীল—আশ্বিনের উদার আকাশ।
মিল কই?
মিল নেই।
    আমার ভাষা তোমার মনে আমার ভাষা নয়
    তোমার মনের রং-ই তাদের রং।

তোমার হাসি তোমার হয়েও তোমার নয়
আয়নাতেও পাও না তুমি তাকে।
আমি পাই চোখ বুজলেই—অন্ধকারেও।
কোথায় মিল?
মিল নেই।
    তোমার জিনিস আমাব কাছে তোমার জিনিস নয়
    আমার মনের রং-ই তাদের রং।

মিল হয় নি—মিল হয় না—মিল তো মনের ছল,
মরুভূমির রৌরবে মিল মরীচিকার জল।

ঘুঘু

ভোরের আলো ফোটে নি ভাল করে,
বাগানে এসেছি চাঁপাফুল তুলতে—
আজ তুমি আসবে।

কোথায় ফুল ?
পাতায় পাতায় লুকিয়ে আছে সব।
মিষ্টি গন্ধটুকু ভাসে বাতাসে—
নতুন প্রেমের মত,
বোঝা যায়, ছোঁয়া যায় না।

হঠাৎ ঘুঘু ডেকে উঠল—
উদাস, করুণ, বিষণ্ণ—
আজকের নয়,
সেইদিনের ঘুঘু
যেদিন
এমনি ভোর হবে এখানে,
এমনিই ফুটবে চাঁপাফুল,
আর আমি
জানলার ধারে দাঁড়িয়ে
ভোরের আকাশে ছবি দেখব
শহরতলীর এক রান্নাঘরের—
যেখানে
কাঁচাকয়লার উনুনে বাতাস দিতে দিতে
নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছ তুমি

(আচ্ছা, জলটা কি সবই ধোঁয়ার ?)
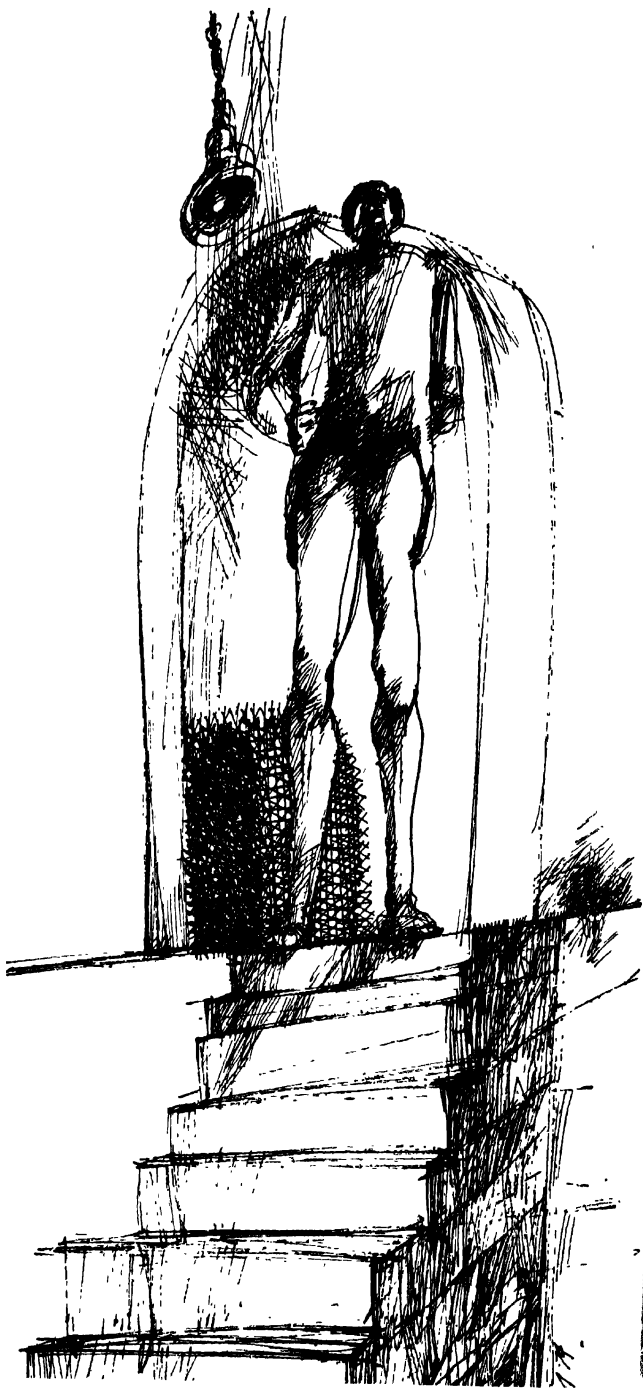
স্বপ্নসম্ভবা

নস্যাৎ করে দিয়েছো আমার দাবী,
স্বপ্নকে আমি মিছেই সত্য ভাবি।
এটা কি করেছো ঠিক ?
স্বপ্নে স্বপ্নে সত্যের আলো
করে না কি ঝিকমিক ?
আর—
সত্য যে যায় সব স্বপ্নকে ছাড়িয়ে।

ভাঙা মন্দিরে দাঁড়িয়ে
স্বপ্নে সত্যে সমন্বয় আঁচল বোনে
একান্তে নির্জনে।
সে আঁচল যদি নাও পায় কোনো মাথা
পুতুল খেলার খেলাঘরে হবে পাতা।
পুতুল খেলাই ভাল—
সত্যে স্বপ্নে একাকার হয়ে
কল্পনা জমকালো।...

স্বপ্নিল বিশ্বাস
শূন্যতায় পূর্ণতার লেখে ইতিহাস।
তাই তুলি দাবী
স্বপ্নকে সত্যের চেয়ে আরও সত্য ভাবি।

যেনাহম্—

বহুযুগ আগে তুমি একবার বলেছিলে সেই কথা--
কি করব আমি এমন জিনিসে যাতে নেই অমৃততা ?
সে দিন থেকেই অমৃত খুঁজেছি জ্ঞানবিজ্ঞান দিয়ে,
বস্তুকে ছেড়ে মত্ত থেকেছি শুধু বিদ্যাকে নিয়ে,
বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা শুনেছি, তত্ত্বের কিচিকিচি,
তর্কের মরুপ্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি মিছিমিছি।
কিছুই পাইনি, কোথাও মেলে নি যাকে বল অমৃততা,
দিন দিন শুধু বেড়েই গিয়েছে জীবনের ব্যর্থতা।
(হায় রে পৃথিবী, হায় রে মানুষ, হায় মৈত্রেয়ী, হায় রে !
যে জিনিস নেই, খুঁজলেই খালি কখনও তা পাওয়া যায় রে ?)

তার চেয়ে ভাল, এসো মৈত্রেয়ী, চলো না বাগানে যাই ;
সেখানে কেবল ফুল আর ফুল, কোনো সমস্যা নাই।
ঝরে যায় ওরা ?—গেলই বা ঝরে, তবুও তো ওরা ফুল,
মিষ্টি গন্ধ, দেখতেও ভাল, সাজাতেও পারে চুল।
আর ভেবে দেখো—সুন্দর ওরা অমৃততা নেই বলে ;
চিরদিন ফুটে থাকলে ওদের কদর যেত না চলে ?
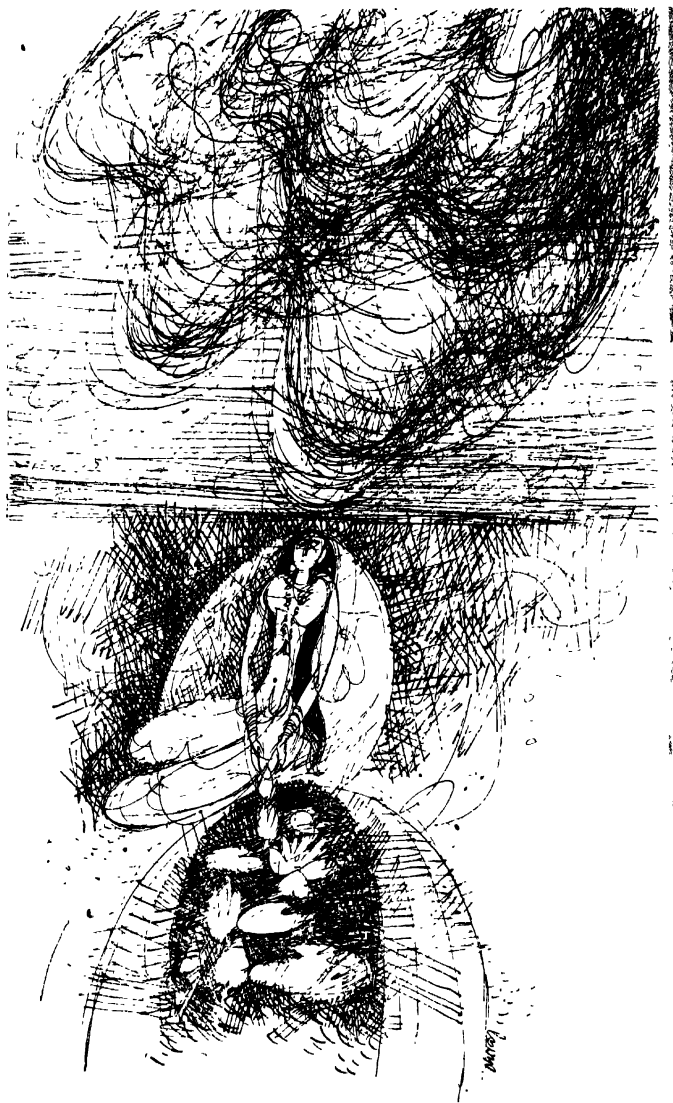
তবু

আমার কথা— তোমার কবিতা।
কে সত্য ?
কথা ?
কবিতা ?

শৌখিন মালঞ্চে ফোটা
দুদিনের মৌসুমী কসমিয়া।…

এ মালঞ্চ ডুবে যাবে সময়ের অফুরন্ত বানে
কাদা পলিমাটি গলিত জন্তুর মাংস
হাড় পচাপাতা ভাঙা ডাল
নিষ্করুণ পাথরের চাঁই
তছনছ করে দেবে মালঞ্চের সাজানো বাহার।

আমি নেই সেইদিন
তুমি নেই
মৌসুমী কসমিয়াগুলো
সময়ের নীল জলস্রোতে
ভেসে, নয় ডুবে গেছে।
উদাস আকাশে শুধু
গাংচিলের তীরতীক্ষ্ম ডাক।
ঐ ডাকই কথা ও কবিতা।

সব জানি।
তবু খুসী হই
তবু তর্ক করি—
কে সত্য ?
কবিতা ?
কথা ?

তোমার কবিতা আমার কথা।

সাঁইত্রিশ
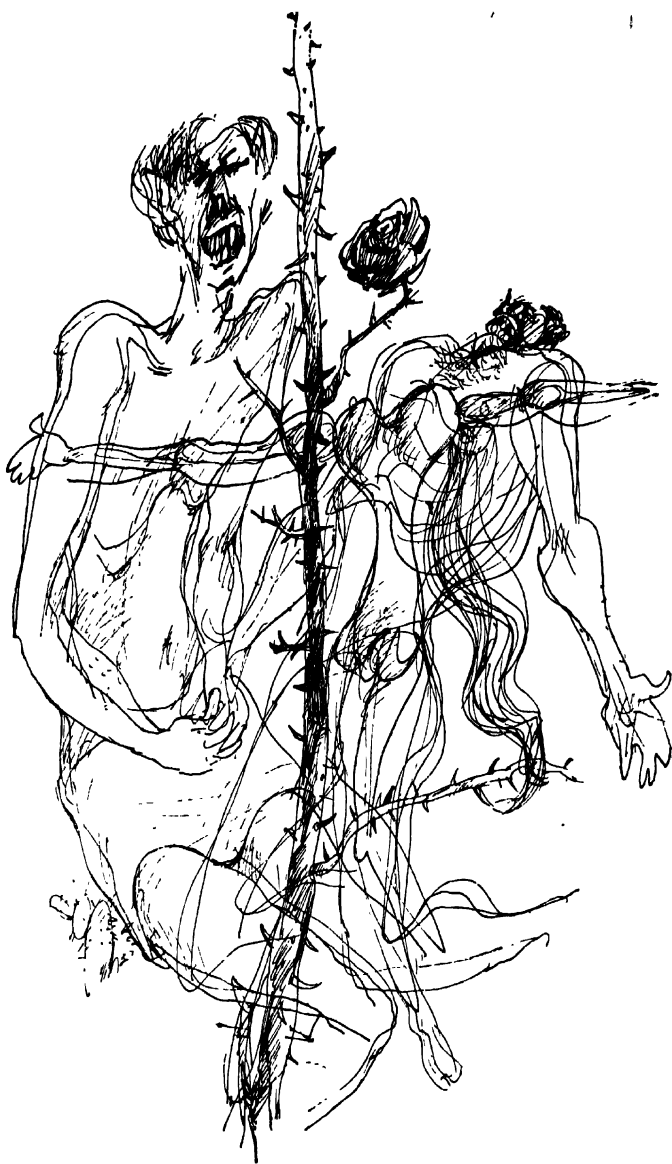
দ্বন্দ্ব

আকাশ কাঁটার যন্ত্রণায় মরি,
ফুলের কাঁটা ফুটবেই।
শুকনো ফুলের কাঁটায় বিষম বিষ।

সাগরের নাম সাহারা
(সে-আমি এ-আমি নয়)
প্রতিমা কাদার তাল
(এ-তুমি সে-তুমি নও)।
দর্শনের কথা নয়—জীবনের কথা
জীবনদর্শন নিজেই নিজেকে লেখে।…

সব পড়া সাঙ্গ করে নিরেট নির্বোধ।
চুল ছিঁড়ে
মাথা ঢাকি গাধার টুপিতে।
পণ্ডিতের ভাণ পরিত্রাণ,
মূর্ত মোক্ষ মৌনীবাবা।
বিষনীল রক্তস্রোতে তবুও উত্তাল
সোনার বাসনাস্বপ্ন
পূতিগন্ধ বীভৎস বাস্তব।

শেষ নেই

আচমকা প্রশ্ন করেছিলে—

'আমি তোমার ক' নম্বর ?'

বেয়াড়া, বেখাপ্পা, বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন—

জবাব খুঁজে পাই না।

মিথ্যা বলায় রুচি নেই—সত্য বলার সাহস কোথা ?

চুপ করে থাকি

বোবার মত

বোকার মত।

'কি, কথা বলছো না যে বড় !

কথা বল, জবাব দাও।'

বুদ্ধিকে গুছিয়ে নিই,

হাসি একটু,

বলি—

'তুমি অদ্বিতীয়া।'

খিল খিল করে হেসে ওঠো—

বিদ্যুতের ঝিলিকের মত, নকসাল তরুণীর হাতের ছুরির মত হাসি-

বলো—

'তা তো জানিই , সকলেই অদ্বিতীয়া, অদ্বিতীয়া প্রত্যেকেই ;

ক' নম্বরের অদ্বিতীয়া সেইটাই জানতে চাই।'

অনেক দিন চলে গেছে।

অনেক বছর।

প্রশ্নের উত্তর সেদিন তুমি পাও নি।

সঠিক উত্তর

আজও আমি খুঁজে চলেছি।

কতোবার !

মন   এলোমেলো বাতাস—
        ঝরা শিউলির গন্ধ
        কবিতার ভাঙা ছন্দ
ঈষৎহতাশ   ভাববিলাসের
                হঠাৎ-হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস।

মন   বাতাস এলোমেলো—
        শিরীষে শিরীষে তিরতির
        শিরায় শিরায় শিরশির
গর্জন   করে মার্জনাহীন
                দুর্জয় ঝড় এলো।

এলোমেলো   বাতাস মন—
        সঞ্চিত সব পুণ্য
        পলকেই হয় শূন্য
দিনক্ষণ দেখে ঋণ গ্রহণের
                আবার নতুন আবেদন

পৃথিবী— ? আমার পৃথিবী

অনেক খেলেছে তারা হাওয়াঝরা আকাশের নিচে
ঘুমঝরা দুপুরের কিনারে কিনারে অনেক হেসেছে তারা
লালনীল পুঁতি নিয়ে জানলায় বসে গেঁথেছে অনেক মালা
শিশিরেব প্রতিস্থিত বর্ণালীর রঙে ভোরবেলা অনেক ভেসেছে।
পৃথিবী— ? আমার পৃথিবী।

নিরাভরণা সদ্যবিধবা মাথায় তুলেছে ময়লা থান কাপড়ের আঁচল
রক্তহীন পাতলা ঠোঁট দুটি। রুখু চুল ওড়ে মিষ্টি হাওয়ায়।
উদাসিনী। শুকনো চোখে চেয়ে আছে আগুনঝরা দিগন্তে।
সবুজ সিঁদুর কে আবার পরাবে সিঁথিতে ? কোন্ শুভলগ্নে ?
পৃথিবী— ? আমার পৃথিবী।

নিবস্ত ভীমপলশ্রী
মন্দাক্রান্তার আলতো ছোঁয়া
বিদ্যুতী মৃত্যু।
ঝরণা ধারায় ভেসে যায় মরা দেহটা
সবুজ সাগরে শুক্তিমুক্তা
কোনো এক রাজকন্যার সিঁথিমউড়।
পৃথিবী— ? আমার পৃথিবী।

কংকাল

কবিতা মুছে ফেলেছি—
জীবন থেকে
আলমারি থেকে।
কংকাল নিয়ে ঘর করে কেউ ?
বেশ আছি।

ঘুম ভাঙে মাঝরাতে
খিলখিল করে হেসে ওঠে অন্ধকার
হো হো করে কংকালের দল।
কোথায় তারা ? কোথায় ?
বালিশের তলায় ?
ব্লাউজের ভেতর ?
রক্তকণিকার অন্তরে অন্তরে ?…
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে
কংকালের দল হো হো করে।
ঘামে ভিজে যাই
ঘুমিয়ে পড়ি।…

ঝলমলিয়ে ওঠে নীল সকাল।
কোথায় কংকাল ?
বাগানে ফুল ফুটেছে—
চোখ দিয়ে মন দিয়ে আদর করি ওদের
ভুলে যাই
সব ভুলে যাই।

কিন্তু…কিন্তু·
আবারও তো রাত হবে।

ফুলদানিটা

হাত থেকে পড়ে গেল ফুলদানিটা।

চুরমার হয়ে গেল।

চীনে মাটির সোনালী টুকরোগুলো

ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

গোলাপ রজনীগন্ধা ডালিয়া চন্দ্রমল্লিকায় ভরে গেল ঘর—

যুগযুগান্তের ফুল,

কয়েকটা আমার

বাকী সবই তার।

ফুলদানিটা ছিল আমার বিয়ের।

(সোনালী চীনেমাটির টুকরোগুলো ঝিকঝিক করছে)

'খোকন, ঝাঁটা নিয়ে আয়'।

খোকন ?—একটা বাচ্ছা,

খুট খাট কাজ করে

হীটারে কুকার বসায়

রাত্তিরে শোয় আমার ঘরে।

(বুড়ো মানুষের নাকি রাত্তিরে একা থাকা ঠিক নয়।)

ফুলদানিটা আজ ভেঙে গেল—

ওটা ছিল আমার বিয়ের ফুলদানি।

চীনেমাটির সোনালী টুকরোগুলো এইবার ঝিকঝিক করবে

বড় রাস্তার ধারে ডাষ্টবিনে—

তরকারীর শুকনো খোসা, পচা ভাত, মরা ছুঁচো, মুড়ো ঝাঁটা

আর ম্যানহোল থেকে তোলা পাঁকের ফাঁকে ফাঁকে।

প্রাণ চায়—

আমাকে বিয়ে করবে তুমি ?—

এ প্রশ্নের উত্তর মেয়েরা দিতে পারে না

দেয় না।

চুপ করে থাকতে দাও নি ;

বলতে হয়েছিল—

ভেবে দেখি নি।

(মিথ্যে কথা—মিথ্যে কথা ;

এ ছাড়া যে আর কিছুই ভাবি নি কোনোদিন।

কিন্তু তা কি বলা যায় ?)

বলেছিলে ভেবে দেখতে।

আবার ডেকেছিলে আজ। বাইশ বছর পরে।

গেছলাম।

ভেবেছিলাম, যাব না।

ডাক শুনে থাকতে পারি নি।

(অমন করে ডাকতে আছে ?)

বললে—

এসো না, এবারে আমরা বিয়ে করি।

কঠোর হতে, কঠিন হতে আজ আমার বাধে না,

মুখে আটকায় না কিছু

(অনেক পোড় খেয়েছি)।

বললাম—

খেলা তো প্রায় শেষ।

এ বাজী জলেই গেল।

কত চাল আর ফেরৎ নেব ?

নতুন করে ছক সাজাবারই বা সময় কই ?

অন্ধকার নামল বলে।

আবার বলেছো ভেবে দেখতে।...

তুমি একেবারে পাল্টাও নি। সেই আছো। আমিও।

জোর করো না কেন ?

রাগ হলেও রাগ করব না আমি।

আমি যে পারি না—

আমার ভয় হয়।

একান্ন
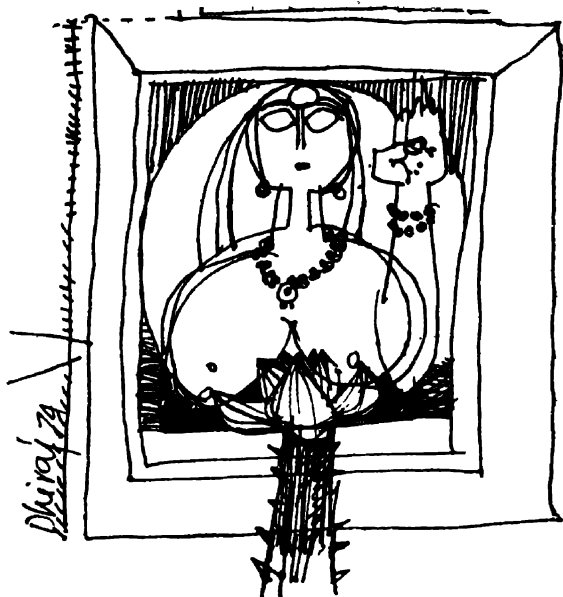
পুতুল

তুমি আমার পুতুল
রং দিতে চাই মনের মত
সাজাতে যাই পছন্দসই
ইচ্ছে হয় আদর করতে।
পারি না কিছুই।
তুমি তো পুতুল নও।

পুড়ে মরি রাগে
তোমাকেও লাগে তার হলকা।
আফশোষে মরি
বার বার
বার বার।

কবে যে মানুষ ভাবতে শিখব তোমাকে
শিখব ভালবাসতে !

তিপ্পান্ন

সান্ত্বনা

[১]

বর্ণালীর রং, রেশমের কোমলতা,
আর চামেলীর সৌরভ—
সব মিলে কবিতা
—আমার সান্ত্বনা—
অসম্ভবের আকাশ থেকে ঠিকরেপড়া
একটুকরো স্বপ্ন,
ফিকেনীল পাহাড়ী হাওয়ায় ভেসে-আসা
সাঁওতালী বাঁশীর স্থর,
কথা দিয়ে নাগাল পাই না।…
রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ—
কাউকেই তো পারি না ছুঁতে ভাষায়।
তবু কবিতা—
আমার সান্ত্বনা॥

[২]

ক্যামেরা বিশ্বাসঘাতক—
অস্পষ্ট হয়েছে তোমার ছবি।
ঠিকই হয়েছে—
তুমিও অস্পষ্ট আমার কাছে।
ক্যালিডোস্কোপই ভাল—
নানা রঙের টুকরো তুমির
ছবি দেখি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে,
(ইচ্ছে মতন)।

ভাঙবে যখন ক্যালিডোস্কোপ—
রং-বেরংয়ের টুকরোগুলো,
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে আমার খাতায়।

পঞ্চান্ন
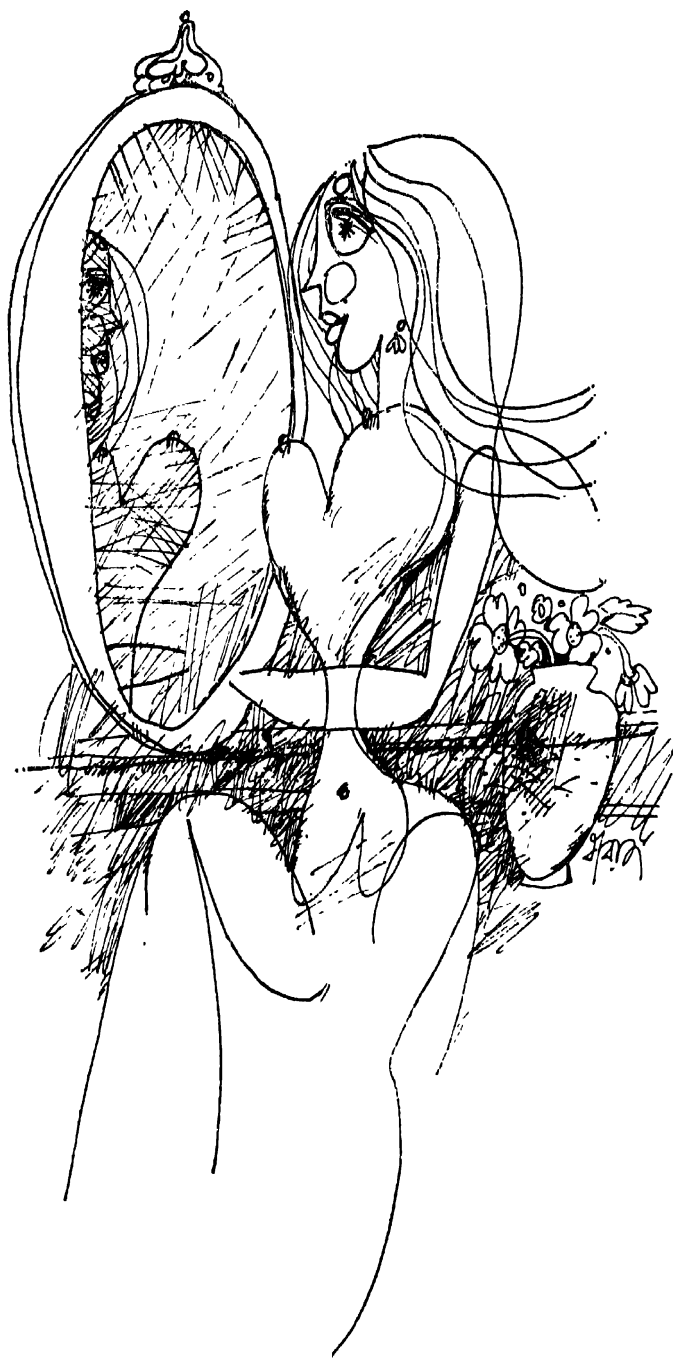
মানুষ-আয়না-কবিতা

কবিতা কি দেখা যায় ?
আয়নায় মুখই তো দেখো না,
কবিতা দেখবে কোথা ?

মানুষ কবিতা হয় নাকি ?
মানুষই কবিতা হয় শুধু,
আর—মানুষেরই আলো লেগে সব কিছু কাব্য হয়ে ওঠে।

মানুষের আলো থাকে ?
আলো মানুষেরই থাকে,
যদিও সে নিজেই জানে না।

আর—জানে না বলেই
মানুষ কবিতা হয়ে ওঠে,
মানুষ কবিতা হয়ে ফোটে।
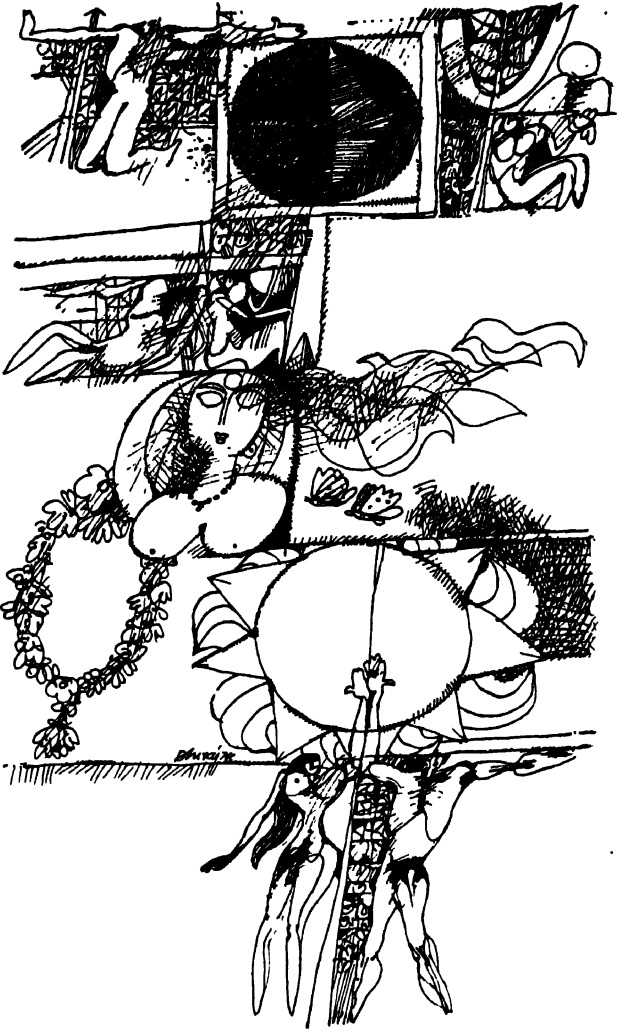
শেষ প্রেম

আমার জীবন এক দীর্ঘায়িত সুস্বপ্নের মত
পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যসম্ভারে—অগোছাল, হেলাফেলা।

(স্বপ্নে কি, শৃঙ্খলা আশা কর ?), তবু তার
নিবিড় অন্তরে সিম্ফনির মূল স্বর বাজে।
কি করেছি, কেন বা করেছি, করাটা উচিত ছিল কিনা—
সব প্রশ্ন অবান্তর (স্বপ্নই যে অবান্তর নিজে)।
যা করা উচিত ছিল কেন তা করিনি,
না করার কি ফল হয়েছে—নিষ্ফল বিচার তারও
(স্বপ্নে বিচারের স্থান নেই)।
আমার জীবন তাই দীর্ঘায়িত সুস্বপ্নের মত
ঝিকিমিকি করে আজ গোধূলির রক্ত রশ্মিজালে।

আমার জীবন এক দীর্ঘায়িত সুস্বপ্নের মত ;
কোনো প্রশ্ন নেই তাতে, নেই কোনো অতৃপ্ত বাসনা,
হিসাব নিকাশ নেই, ভালমন্দ কোনো বোধ নেই,
বাধা নেই, বন্ধ নেই, ছেদ নেই (স্বপ্নে তো থাকে না ছেদ),
আছে শুধু আনন্দের অজস্র বর্ষণ—যে আনন্দে
কাব্য জাগে, সুর জাগে, ছবি জাগে, জাগে সুন্দরের জয়গান।
আমার জীবন তাই দীর্ঘায়িত সুস্বপ্নের মত
ঝিকিমিকি করে ওঠে সূর্যাস্তের উষা-রক্তিমায়।

আমার জীবন এক দীর্ঘায়িত সুস্বপ্নের মত—
কখনও বা মৃদু মমতায় সিক্ত, কখনও বা
নিস্পৃহ, নির্মম ; ক্ষমাস্নিগ্ধ উদাসীন বৈরাগীর মত
কোনোদিন, কোনোদিন ক্ষুরধার ক্ষুব্ধ তরবারি।
অনেক আমি-র মালা গেঁথে গেছি এই ভাবে,
কোন্ আমি ঠিক আমি, ভেবেও দেখিনি একবার
(স্বপ্নে কি ভাবার স্থান আছে ?), আর তাই
আমার জীবন এক দীর্ঘায়িত সুস্বপ্নের মত
ঝিকিমিকি করে আজও শুকতারা আলোকসম্পাতে,
বিধাতার মৌন আশীর্বাদে
আর স্নিগ্ধ শুভ্র হাসিতে তোমার।

উপলক্ষ্য

যারা দেখে তারা ভাবে তুমিই তো লক্ষ্য,
হায়রে, জানেনা কেউ শুধু উপলক্ষ্য।
হীরের ফুলকে যদি চাও হাতে দলতে,
রক্তই ঝরে খালি, কান হয় মলতে।
কবি বোলে জীবটাকে বিশ্বাস কোরো না,
কঠিন মাটিটি ছেড়ে একদম উড়ো না।
যত খুসী মিঠে বুলি ও বলুক কাব্যে,
রঙীন কুয়াসা সবি, সর্বদা ভাববে।
তাই বলে বলছিনা সব কিছু মিথ্যে,
একটুও দোলা তার লাগে নাকো চিত্তে।
কিন্তু সে কতক্ষণ? কটা বা মুহূর্ত?
ঝিলমিলে মন তার চঞ্চল ধূর্ত।
এই আছে, এই নেই—ধরা অতি শক্ত,
ঝক্কাটই বাড়ে খালি হলে কবিভক্ত।
সকলে ধরেই নেয় তুমি ওরু লক্ষ্য;
কিন্তু (হায় রে তুমি!) শুধু উপলক্ষ্য।

একষট্টি
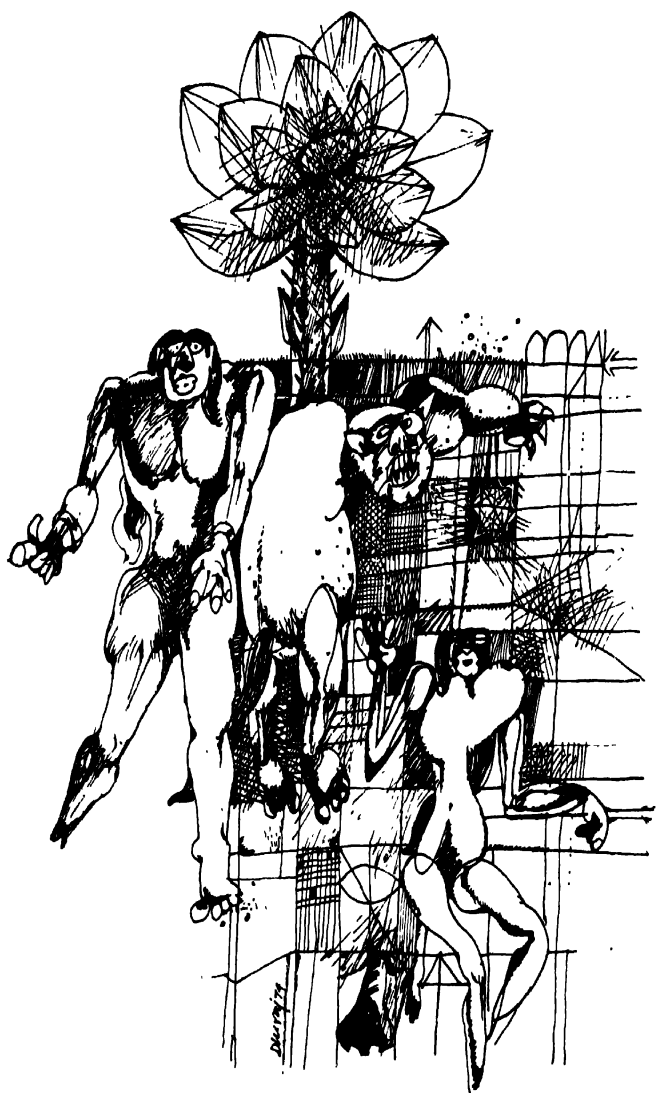
দণ্ডকারণ্যে

বন্ধুতা এতো সোজা নয় সখি,
পাথরের মত মন চাই।
ফুলকে পাথর করার মন্ত্র জান কি ?
চাপে আর তাপে ফুল যে কয়লা হয়,
তাপে আর চাপে কয়লা হয় যে হীরে।
হীরের ফুলের নাকছাবি চা'ও বুঝি !

শূর্পণখার গল্প দেখো গে পড়ে,
নাকটা বাঁচলে নাকছাবি তার পরে।

পথে প্রান্তরে শূর্পণখার ছায়া,
লজ্জায় ভয়ে পৃথিবী বুজেছে চোখ,
রক্ত আগুন বাঘের মতন জ্বলে,
ব্যথাতুর কাঁদে ব্যর্থ স্বর্গলোক।
এইদুর্যোগে কর্জ কে দেবে বলো ?
হিসাবনিকাশে দুরন্ত গরমিল।

সংখ্যার সাংখ্য

আমি ক' নম্বর ?
কেঁপে ওঠে ঘরের হাওয়া।
কথা বোলছো না ?
জবাব দাও।
বল।
তুমি অদ্বিতীয়া।
এক ঝিলিক হাসি—বিদ্যুতের, বর্শাফলার।
অদ্বিতীয়া ! ক' নম্বরের অদ্বিতীয়া ?

কেটে গেছে অনেক দিন
মাস
বছর।
নম্বর খুঁজছি।
বিজ্ঞান বলে— সংখ্যা অশেষ।
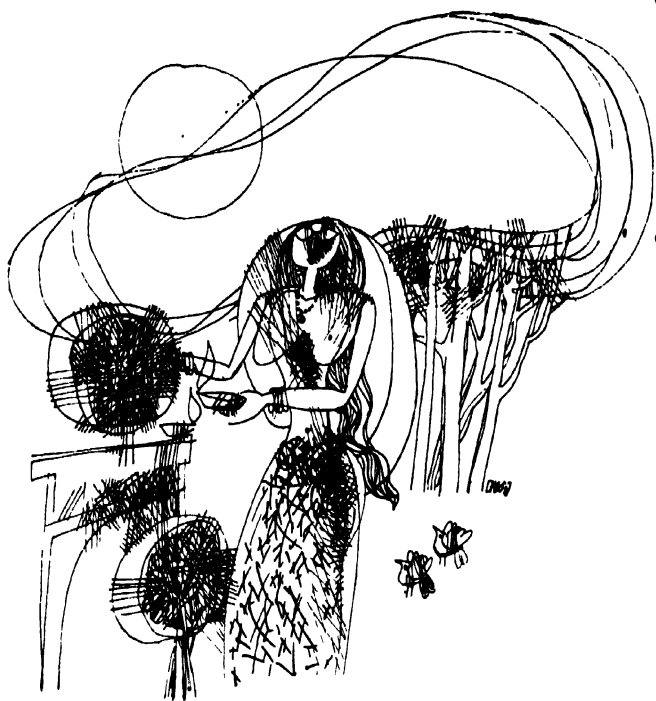
কলহ

কালবোশেখী হঠাৎ আসে।
ধুলো ওড়ে
ঝরাপাতা ঘুরপাক খায়
মড়মড়িয়ে ভাঙে গাছের ডাল
খোড়ো বাড়ীর চাল ওড়ে উধাও শূন্যে
আকাশ কালোয় কালো
বৃষ্টির তার বেঁধে
বাজ ওঠে কড়কড়িয়ে—
একটুকরো প্রলয়।

কোথায় প্রলয়?

ঝিকঝিকে সবুজ ঘাস
টপটপ জল পড়ে ভিজে পাতার
ভ্যাপ্সার পর মিষ্টি ঠাণ্ডা
আকাশ ঝকঝকে নীল
অন্যদিনের চেয়ে অনেক অনেক উঁচু
নাম-না-জানা পাখীরা ডানা এলিয়ে ভাসে
হৈ হৈ করছে খোকাখুকুরা—
রামধনু উঠেছে।

তাই আমি ভালবাসি।

কালবোশেখী কঠোর আঘাতে
উদ্‌ঘাটিত করে
উদ্‌ভাসিত করে
উৎসারিত করে
পৃথিবীকে
তোমাকে।

মিটমাট

আমি যদি ঝগড়া করি তুমি তবে মিটিয়ে নিও।
যদি আমি ভেঙেচুরে
বলি সব যাক না পুড়ে,
আগুন লাগাই ঘরে তুমি জল ছিটিয়ে দিও।
তুমি সব মিটিয়ে নিও।
যদি আমি বায়না ধরি,
অযথা জুলুম করি,
তুমি তবে মিষ্টি হেসে আচ্ছা কোরে পিটিয়ে দিও।
তুমি সব মিটিয়ে নিও।

ছোট ছোট

ছোট ছোট ঢেউ ভাঙে আলোর নদীতে
হীরেকুচি ঝিক ঝিক করে।
অঞ্জলি অঞ্জলি তুলি ঢেউ,
এক কুচি হীরেও পাইনা।

ছোট ছোট হাসি ঝরে মালতীর বনে
শিশিরের স্নিগ্ধ টুপটাপ।
মালতী গাদায় ভারি ঘর
শিশির কোথায় পাই বলো।

ছোট ছোট অন্ধকার খুট খুট কোরে
ফোটায় চুমকীর ফুল।
চোখ বুজে অন্ধকার ধরি,
চুমকীরা হারিয়ে যায় কেন ?

ছোট ছোট হাওয়া লাগে পাইনের ডালে
কপালে কপোলে ওড়ে চুল।
হাওয়া ছুঁই অনায়াসে সারা অঙ্গ দিয়ে,
চুল ছুঁই কোন্ দুঃসাহসে ?

চিঠির কুচি

ভেসে যায় স্মৃতিগুলো
হাল্কা হাওয়ায় যেমন ভেসে যায়
কেটে যাওয়া ঘুড়ি।
মমতা আছে—মায়া নেই।
যার হাতে পড়বে,
ওরা তারই হোক।

ছড়িয়ে দিই স্মৃতিগুলো
যেমন ছড়িয়ে দেয় নাকচ প্রেমিক
নীল চিঠির কুচিগুলোকে
তিনতলার জানলা থেকে।

ভেলভেটের মত সবুজ ঘাসে
ঝরাশিউলির ফাঁকে ফাঁকে
ঘুরে ঘুরে
উড়ে উড়ে
ছড়িয়ে যায়
ঘুমিয়ে পড়ে ওরা।
অমনি আলতোভাবে ছড়িয়ে পড়ে আমার স্মৃতিগুলো
হেলাফেলা
এলোমেলো
কবিতার লাইনে লাইনে—
অমনিভাবেই ঘুমিয়ে থাকে।
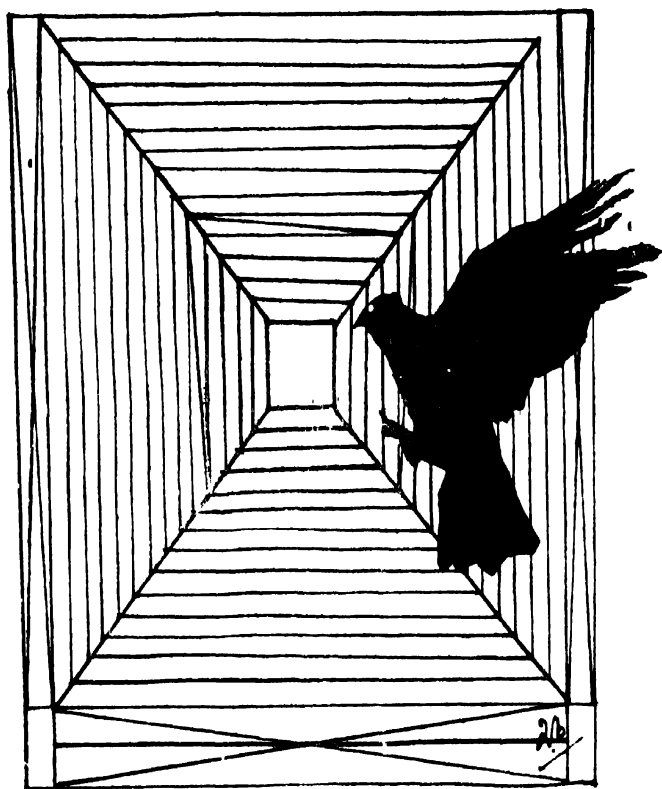
পক্ষপাত

আলোয় আচ্ছন্ন কর কিছুক্ষণ
সরে যাও
অন্ধকার নেমে আসে।
তার কোনো দায় নেই ?
অমন নিষ্ঠুর হও কেন ?...

অন্ধকার আদিরূপ
আলো অনিয়ম
চলমান ছায়াছবি থেমে গেলে বীভৎস তাণ্ডব।
পেণ্ডুলাম দোলে
চেতনার কাঁটা কাঁপে সময়ের ক্ষুধিত মিটারে।

...শুধুই খেলুড়ে নই,
খেলনাও।

আলোয় আচ্ছন্ন হই কিছুক্ষণ
সরে যায়
অন্ধকার নামে
দোলে পেণ্ডুলাম
সময়ের কাঁটা কাঁপে চেতনার বিক্ষুব্ধ মিটারে।..
তার জন্যে দুঃখ কই ?
এমন নিষ্ঠুর কেন তুমি ?

জীবন-জীবন

গলিতে এক চিলতে রোদ।

মরা বেড়ালছানার নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে দুটো কাকের ছেঁড়াছেঁড়ি,
সামনের বারান্দায় পায়রাগুলোর নির্লজ্জ প্রেম;
চন্দনার উচ্ছিষ্টে চড়াই সিদ্ধকাম,
আকাশের নীল ফালিতে ঘুরে ঘুরে ওড়া দুটো চিল—
গলিতে এক চিলতে রোদ।

টুং টাং ঘণ্টা বাজিয়ে একটা রিক্সা যায়,
বুড়ো মুচি মরা বেড়ালছানার পাশে বসে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে,
উত্তর প্রান্তের জোয়ান মদ্দটার হাঁকে পুরোণো বাড়ীর চুণ বালি খসে;
জগন্মাতা অন্নপূর্ণার স্বরে মধু ঝরে—'ক্ষুদ নেবে গো';
সেজে গুজে দুটো মেয়ে কলেজে যায়,
পিছনে দুটো হ্যাংলামুখো ছেলে—
গলিতে এক চিলতে রোদ।

আকাশের নীল ফালিতে চিল দুটো তখনও ঘুরপাক খায়।

জানোয়ার

হালুম কোরে বেরিয়ে আসে জানোয়ারটা
জ্বলজ্বলে চোখ, ঝকঝকে দাঁত,
খাড়া রোমে শক্তিমদের ফিন্‌কি।

অজস্র ভীড়ের চাপ। হে ঈশ্বর, ভীড় কমাও।
মানুষ, মানুষ, মানুষ, মানুষ, মানুষ।

খোঁচাখাওয়া, রোঁয়াওঠা, দাঁতভাঙা জানোয়ারটা গুহায় ঢোকে,
নিশ্চিন্ত নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এলিয়ে দেয় দেহ।
কাতরায় গুমরে ওঠে গরগর করে অন্ধকার,
নরম জিভ বোলায় দগদগে ঘায়ে।

চিকণ হয় শরীর। ফেরে দাঁতের শান।
গুহার নিরুপদ্রব নির্জনতা তোলপাড় হয়
জানোয়ারটার হালুমহুলুমে।…

বাইরে অজস্র ভীড়।
মানুষ, মানুষ, মানুষ, মানুষ।
হে ঈশ্বর, ভীড় কমাও।
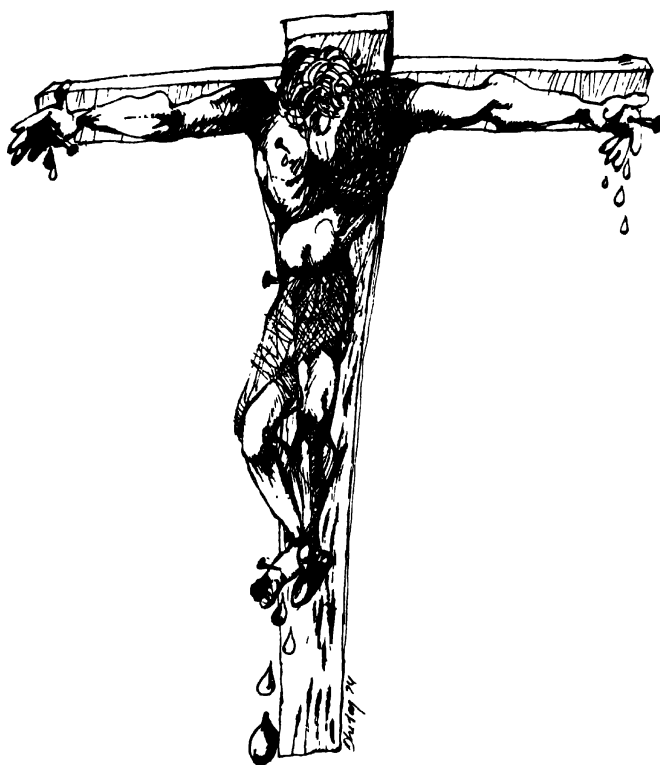
ধ্রুবতারার ছাই

অন্ধকার ঘরে বসে মুঠো মুঠো অন্ধকার ধরি।
খুসী হই, উত্তেজিত হই, মুঠো খুলে দেখি।
অন্ধকার অন্ধকারে মিশে যায়—
কিছুই পড়ে নি ধরা।
ফের মুঠো করি হাত।...
নিজেকে জানব।
সক্রেটিসের রক্ত আজও গরম। গরমই।

বাসনার তারা ঢাকি নিস্পৃহার ধূসর কম্বলে।
কম্বলে অনেক ফুটো। ফুটো সারি।
সেলাইয়ের ফাঁকে ফাঁকে তারাগুলি ঝিক ঝিক করে।··
নির্বাণ চাই।
বুদ্ধের আত্মা এখনও লাট খায়। লাটই খায়।

লতাপাতা আঁকা ফেষ্টুনে লিখি—ভালবাসো, ক্ষমা করো।
নাম ওঠে আশাবাদী শিল্পীর তালিকায়।
ওঠে বাহবার ঝড়।
ঝড়ের ফাঁকে ওরা পকেট কাটে—গলাও।
রোদে ফ্যাকাসে লেখা জলে ধুয়ে যায়।
আবার লিখি।...
যিশুর ক্রুশ তেমনি দিগন্ত কলঙ্কিত করে। তেমনিই।

আস্তিক চেঁচিয়ে ওঠে—নিরাশ হোয়ো না; হবে, হবে, হতেই হবে।
অবিশ্বাসী মাথা নাড়ে—হয় নি, হয় না, হতে পারে না।...

ইতিহাস নির্বিকার—
ধ্রুবতারার ছাই উড়ছে।

একাশি

অন্ধকারের স্বর

সমবেদনা-আকাঙ্ক্ষার আভাস ছিল না
ক্ষোভ ছিল না স্বরে।
নিস্তেজ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেছিলে—
আমি একাকিনী।
(সহজভাবে শক্তকথা বলা আর্ট—
দু আঁচড়ে গোটা মানুষকে ফোটানো।
তুমি আর্টিষ্ট। তুমি পার।)

মাঝে মাঝে এমনি হয়।
মনে হয় হেরে গেছি
স্বার্থের দাবাখেলায় একেবারে মাৎ।
সংসার বিস্বাদ লাগে
বেদনাবোধ মরে যায়
আত্মহত্যারও ইচ্ছা থাকে না।
বাতি-নেবা জমাট অন্ধকার।
(অন্ধকারের স্বর—আমি একাকিনী।)

বোঝাতে চেয়েছিলাম তুমি একাকিনী নও।
পারি নি।
এ বোঝাবার ভাষা
মানুষ এখনও খুঁজে পায় নি।...

উধাও হাওয়ায় ভেসে যায় সঙ্গীহীন মেঘের দল
ঘূর্ণি ঝড়ে পাগল ঝরাপাতারা ঘুরপাক খায়,
আর ঘুরপাক খায়—
নিস্পৃহ নির্লিপ্ত নিরাসক্ত কণ্ঠের দুটি কথা—
আমি একাকিনী।

তিরা
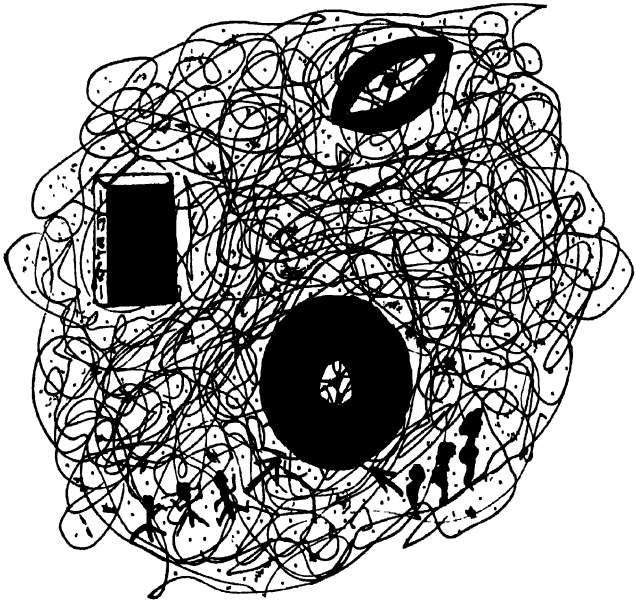
কবির প্রেম

[১]

কবিতার খাতা হারিয়ে ফেলেছি অনুযোগ কর তাই ;
খাতা খোয়া যাক ; মন তো রয়েছে, দুঃখের কিছু নাই।
শুধু মন নয়, তুমিও রয়েছো—কিছুই চাই না আর ;
নতুন খাতায় নতুন কবিতা শুরু হবে এইবার।
তবে ভয় হয় জীর্ণ এ মনে আর কি ফুটবে ফুল,
ভাব ভাষা আর চিত্রকল্পে হবে না তো ভণ্ডুল ?
সেটা যে তোমার হবে অপমান, সইতে পারব না তা,
তার চেয়ে ভাল সাদা ফেলে রাখা কবিতার এই খাতা।
সেটাও পারি না, কাগজে কেবলই হিজিবিজি কেটে চলি,
মাঝে মাঝে ভাবি কবিতার কথা মুখেই তোমায় বলি।
সেই কথা শুনে হয়তো হাসবে একটু তেরচা হাসি
মনে হয়, তাই কিছুটা এগিয়ে তক্ষুণি ফিরে আসি।
এই দোটানায় মুক্তি কোথায় ভেবেই পাই না তা যে,
হরদম তাই নিজেকে ডোবাই লক্ষ রকম কাজে।

কাজ কিছু নয়, ওই গুলো খালি নিজেকে ভোলার ফন্দি,
নিজের এ জালে নিজেকেই আমি করে ফেলেছি যে বন্দী।
কবিতাই একা মুক্তিদাত্রী। আসুক কবিতা তবে ;
ভাবব না আর, এর পরিণাম কোথায় কি ভাবে হবে।
কবিতার পর কবিতা লিখব শুধু তোমাকেই ঘিরে
শেষ হলে লেখা বাতাসকে দেব কুচি কুচি কোরে ছিঁড়ে।
তুমি জানবে না, আমিও ভাবব—এইবারে যাক ভোলা ;
কিন্তু বলো তো, অপড়া কবিতা দেবে না তোমাকে দোলা ?

[২]

খাতা নেই। তুমি আছ। কবিতা ?

কবিতা পড়তে শেখো নি চোখে ? বুঝতে পার না ?
ঐ তো কাঁপছে ইথারে। আমার চৈতন্যে।
গুহামানবের অঙ্গে অঙ্গে।
অতিমানবের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে।
মিল নেই। ছন্দ নেই। অর্থ নেই। ভাষা নেই।

তুমি আছ। সব আছে।
অসহ্য যন্ত্রণা অমেয় আনন্দ

কবিতা পড়তে পার না রক্তে ? জানতে পার না ?
ঐ তো কাঁদছে প্লাজমায়। তোমার সত্তায়।
আনুবীক্ষণিক জীবাণুতে।
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের হৃদস্পন্দনে।
রূপ নেই। রস নেই। শব্দ নেই। গন্ধ নেই। স্পর্শ নেই।

আমি আছি। সব আছে।
অতল অন্ধকার। অজস্র আলো।
নাই বা রইলো খাতা। আমরা আছি। কবিতা আছে।
পড়বে ?

জলের ফোঁটা

চিঠি এল অনেক বছর পরে।
লিখেছ কবিতা লিখতে ভুলে গেছি।
ভুল বল নি।
কেন ভুলেছি জান না?

রামধনু পাও যখন,
ধন্যবাদ দাও কি সূর্যকে?
না, সেই ছোট্ট জলকণাটাকে
যে হঠাৎ এসে
রঙে রঙে রাঙিয়ে তোলে আকাশকে?
জলকণাকে না পেলে
সূর্য কি রামধনু সৃষ্টি করতে পারে?

এখনও বোঝ নি
কবিতা লিখি না কেন?
কেন ভুলেছি?

নীল তীর

[১]
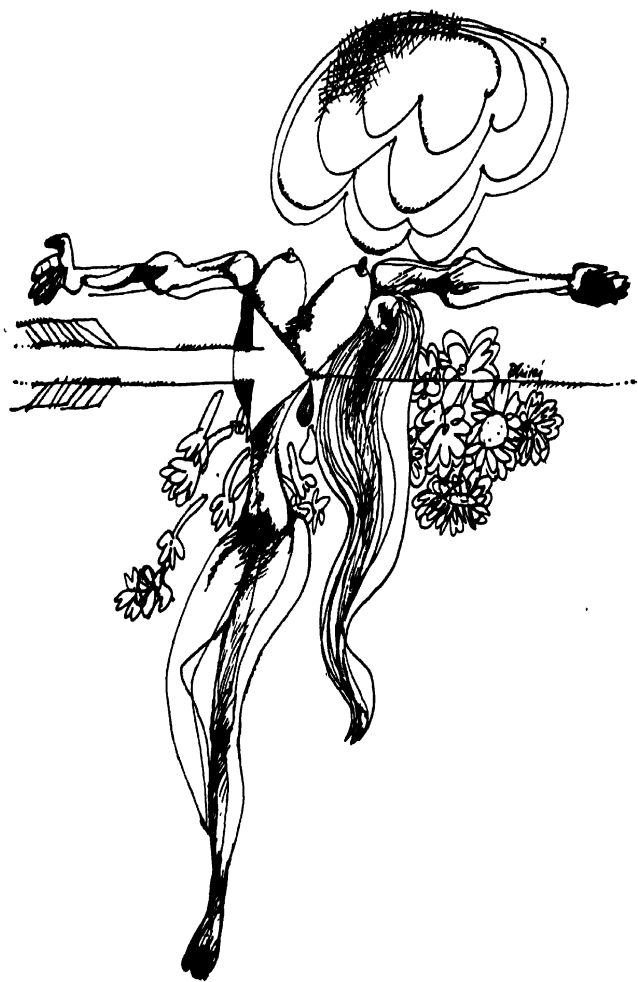
সন্ধ্যার গন্ধ বাতাসে আকাশে অন্ধকারের পায়ের আওয়াজ
নীলকণ্ঠের ঝাঁক ক্লান্ত ডানায় অনেকক্ষণ উড়ে গেছে।
মরা বকুলগাছটা আবছায়ায় দাঁড়িয়ে ভূতের মত—
সব দেখে শোনে সব কেঁপে ওঠে এক এক বার
কিন্তু ফুল ফোটাবে কোন রসে?
(যা যায় তা কি আর ফেরে?)
তুমি আমাকে মুক্তি দাও
কবিতা লিখতে বোলো না।
আর পারি না।

[২]

মল্লিকা ঝরে গেছে অকালে—খরায়—অযত্নে।
শেষ শরতে কুঞ্জ ভরে দিয়েছে মালতী—
পবিত্রতায় স্নিগ্ধ, ভালবাসায় করুণ।
মালতী মল্লিকা?
নীল তীর এফোঁড় ওফোঁড় করে ইন্দ্রজাল।
(যে যায় সে কি আর ফেরে?)
তুমি আমাকে মুক্তি দাও
কবিতা লিখতে বোলো না
আমি পারব না।

যা যায় তা কি আর ফেরে?
যে যায়—